30T ADBE

2020

ADVANCE BENGALI

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

All questions are compulsory

Q. No. 1 (Ka to Tha) carries 1 mark each	1×12=12
Q. No. 2 (Ka to Tha) carries 2 marks each	2×12=24
Q. No. 3 (Ka to Nya) carries 4 marks each	4×10=40
Q. No. 4 carries 6 marks each	6×4=24
(Ka-12)	
(Kha-12)	
	Total = 100

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১×১২=১২

(ক) "আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।।"
— এখানে 'বাসলী' শব্দে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে?

(খ) 'মাস্তুল' *অথবা* 'কাফের' শব্দের অর্থ লেখো।

(গ) 'ভালবাসার অত্যাচার' পাঠটির রচয়িতা কে?

(ঘ) "যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার .... বড়ো হইয়া থাকে।" *(শূন্যস্থান পূর্ণ করো।)*

(ঙ) 'কুশীলব' শব্দের অর্থ লেখো।

(চ) 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

(ছ) 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পের লেখক কে?

(জ) "ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরু স্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়াছিলেন।" এই ছেলেটি কে?

(ঝ) কাদম্বিনীর বড়োজায়ের নাম কী?

(ঞ) 'মুকুট' কোন শ্রেণির রচনা?

(ট) 'মুকুট' নাটকের কনিষ্ঠ রাজকুমারের নাম লেখো।

(ঠ) "পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"—কোন অলংকার?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ২×১২=২৪

(ক) "বারিরূপ কর তুমি; এ মিনতি গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখারীতে"
—'সখা' বলে কবি কাকে সম্বোধন করেছেন ? উদ্ধৃতিটি কোন কবিতার অংশ?

(খ) "ভক্তরা বলে, 'নবযুগ-রবি'!

যুগের না হই, হুজুগের কবি"—'হুজুগের কবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) "ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।" উদ্ধৃতিটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? কবি কে?

(ঘ) "দুইটি মাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে।"—সূত্র দুটি কী কী?

(ঙ) "তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন, 'ওঠো, জাগো, কাজ করো, সময় নষ্ট করিয়ো না'।"

—'তাঁহারা' কারা? সময় নষ্ট করলে কী হবে বলে তাঁরা ভাবেন?

(চ) 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে? তিনি কোন ছদ্মনামে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত ছিলেন?

(ছ) "বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর ভয়াবহ ফণা তুলিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছে।" 'বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর'টি কী? তাকে কে বল্লমবিদ্ধ করেছে?

(জ) "বড় কুটুম যে গো! তাঁকে তার মত রাখতে হবে ত!" 'বড় কুটুম' কে? উক্তিটি কার?

(ঝ) "তিনি দলিতা ভুজঙ্গিনীর মতো স্বামীর মুখের পানে একটিবার চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন, আর এখানে তুই আসিস্‌নে যা!" 'দলিতা ভুজঙ্গিনীর' স্বামীর নাম কী? তিনি কাকে আসতে বারণ করলেন?

(ঞ) "দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো, শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।"—উক্তিটি কার ? কাকে উদ্দেশ্য করে এ-কথা বলা হয়েছে ?

(ট) "আমার ভাই হামচু রয়েছে। সৈন্যরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।"— হামচু কে? কোন যুদ্ধের কথা এখানে বলা হয়েছে?

(ঠ) কবিতার ছন্দের আলোচনায় মাত্রা বলতে কী বোঝায়?

অথবা

সংজ্ঞা লেখো ঃ স্তবক *অথবা* অক্ষর

৩। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ ৪×১০=৪০

(ক) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো ঃ

“বঙ্গ দেশে দেখিয়াছি বহু পদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।”

অথবা

“যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড হতাশায় ডম্বরু বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু;—তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের
চিহ্ন”

(খ) ‘দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে’—পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

অথবা

‘মেরুর ডাক’ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

(গ) ‘হায় চিল’ কবিতার মধ্যে কবির প্রকৃতিচেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা আলোচনা করো।

অথবা

‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতায় নজরুল ইসলাম তাঁর রাজনৈতিক জীবন-সম্পর্কে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) ‘ভালবাসার অত্যাচার’ নিবারণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী বলেছেন, সংক্ষেপে লেখো।

অথবা

“চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারে পীড়িত।”—মানুষ চিরকাল কোন অত্যাচারে পীড়িত? অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের যে উপায় লেখক নির্দেশ করেছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো।

(ঙ) “এই পনেরো আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে।”—‘পনেরো আনা’ কারা ? ঐশ্বর্যের প্রমাণ *তিনটি* উদাহরণের সাহায্যে প্রকাশ করো। ১+৩

অথবা

“সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা—শিক্ষা দান করা নয়।” উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

(চ) “দারোগা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।”—এর পর কী হল? ৪

অথবা

“রাগ করছ কেন, চাঁদ, দাও চুমু দাও একটা আমাকে।” কে, কাকে চুমু দেবার কথা বলছে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। ৪

(ছ) “ঐ হতভাগাটাকে দিয়ে যত রকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্যন্ত একদিন পেটভরে খেতে দাও না।” ‘হতভাগা’ কে? তাকে বাড়িতে কী কী কাজ করতে হত?

অথবা

“এ স্তুতিতে পুলিশের দারোগার মন ভেজে। কাদম্বিনী মেয়ে-মানুষ মাত্র।” কাদম্বিনীর চরিত্র সংক্ষেপে লেখো।

(জ) "আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল থেকে তিনটি হয়েছে। আমি কেষ্টর মা।" হেমাঙ্গিনী কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে?

(ঝ) "খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক।"—বক্তা কে? পরীক্ষার ফলাফল কী হয়েছিল?

(ঞ) "শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না, মহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে।" মহারাজ কে? কার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন তিনি? সন্ধির নিদর্শনস্বরূপ কী দিতে হয় তাঁকে এবং কেন?

অথবা

"তার সঙ্গে আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।" কার সঙ্গে তীর বদলের কথা বলা হয়েছে? ভাগ্য কী বদল হয়েছিল? কাকে, কে কথাটি বলেছিল?

৪। 'ক' এবং 'খ' বিভাগ থেকে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ ৬×৪=২৪

'ক'-বিভাগ

(ক) "ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও ভীরু স্বভাব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায়-মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া আদর করিয়া 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আর কত কী কৌশলে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া অনেক কথা জানিয়া লইলেন।" ছেলেটি কে? সম্পর্কে হেমাঙ্গিনীর কে হয়? তিনি কৌশল করে তার কাছ থেকে কী কথা জেনে নিলেন? ১+১+৪=৬

অথবা

"শপথ কচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই-বোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।" কে বলেছেন? ভাই-বোন কারা? উক্তিটির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+২+৩=৬

(খ) "আমি পরাজিত—এ-মুকুট আমার নয়। এ-আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম—দাদা।" কে পরাজিত? কার মাথার মুকুট? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিষয়টি আলোচনা করো।

১+১+৪=৬

অথবা

"বিচার! তুমি বিচার চাও! তাহলে যে মুখে চুনকালি পড়বে; বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না—অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।" কে, কাকে এ-কথা বলেছে, প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সবিশেষ আলোচনা করো। ১+১+৪=৬

'খ'-বিভাগ

(ক) বাংলা ছন্দ কয় প্রকার ও কী কী? যে কোনও একটি ছন্দের *চারটি* বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ লেখো। ১+২+৩=৬

অথবা

ছন্দোলিপি প্রস্তুত করো :

কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।

তাই তো খুকু রাগ করেছে ভাত খায়নি কাল।।

(খ) যে কোনও *দুটি* অলংকারের সংজ্ঞা ও *একটি* করে উদাহরণ দাও : (২+১)×২=৬

অনুপ্রাস, উপমা, যমক, রূপক, উৎপ্রেক্ষা।

———×———